ডিভি-২০০৭

স্বপ্নের দেশের হাতছানি

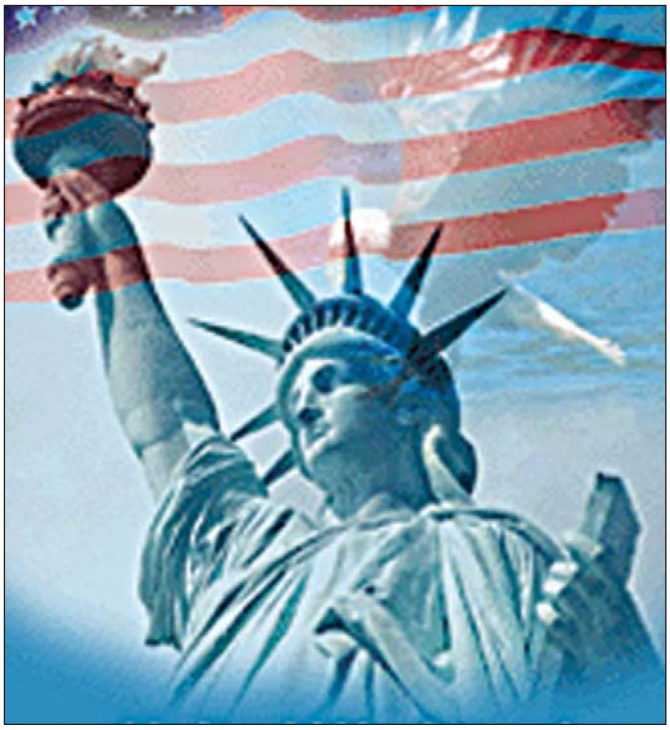

আমেরিকা আজও আমাদের মতো দরিদ্র দেশগুলোর ততোধিক দরিদ্র মানুষদের কাছে স্বপ্নের মতো। এই স্বপ্ন পূরণের সহজ ও বৈধ একটি উপায় হলো ডিভি লটারি। বছর ঘুরে এবার এসেছে ডিভি-২০০৭। গতবারের মতো এবারও ডিভি পাঠাতে হচ্ছে ইন্টারনেটে। আর ফরমের ধাপগুলোও বেশ টেকনিক্যাল। সেকারণেই উৎসাহী পাঠকদের জন্য ডিভি লটারির বিস্তারিত নিয়ে ...লিখেছেন মেহেদী হাসান সুমন

যেসব দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনের হার কম, সে সব দেশ থেকে প্রতিবছর ৫০ হাজার লোককে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের ভিসা দেওয়া হয়। ডিভি হল যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনের একটি সহজ ও বৈধ উপায়। ওপি-১ এর মতো আগে ডিভি কার্যক্রম ডাকযোগে পরিচালিত হত। কিন্তু ২০০৫ সাল থেকে এই পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। বর্তমানে ইন্টারনেট নির্ভর 'অনলাইন আবেদনপত্র' ছাড়া কোনো রকম লিখিত আবেদনপত্র গৃহীত হচ্ছে না।

গত ৫ অক্টোবর বাংলাদেশ সময় রাত ১১টা (জিএমটি বিকাল ৫টা) হতে ৪ ডিসেম্বর রবিবার বাংলাদেশ সময় রাত ১১টা (জিএমটি বিকাল ৫টা) এর মধ্যে ডিভি-২০০৭ এর আবেদন পত্র অনলাইনে জমা দিতে হবে। ডিভি আবেদন পত্রটি পাওয়া যাচ্ছে **www.dvlottery.state.gov.** এই ঠিকানায়।

আবেদন পত্র প্রেরণের শর্ত সমূহ

প্রতিবছর প্রায় লক্ষাধিক বাংলাদেশী ডিভির জন্য আবেদন করেন। গত বছর সর্বমোট ৫,৪৫৬ জন বাংলাদেশী ডিভি লটারিতে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ডিভি লটারিটি সম্পূর্ণভাবে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত উপায়ে অনুষ্ঠিত হয়। আইন অনুযায়ী একজন আবেদনকারী মাত্র একটি আবেদন পত্র পাঠাতে পারবেন। একাধিক আবেদন পত্র জমা দিলে আবেদনকারী লটারিতে অংশগ্রহণের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। একাধিক আবেদন পত্র শনাক্ত করতে এবার কেন্টাকি কনস্যুলার সেন্টার আরও আধুনিক প্রযুক্তি ও অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহার করবে। এ কারণে অযোগ্যদের একটা রেকর্ড পররাষ্ট্র দপ্তরে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত করে রাখা হয়। অতএব, এ বিষয়ে সাবধানী হওয়া আবশ্যক।

বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য আবেদন পত্র প্রেরণের অন্যান্য শর্তগুলো হল :-

* আবেদনকারীকে জন্মসূত্রে পিতা/মাতা/স্বামী/স্ত্রীর সূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

* আবেদনকারীকে অবশ্যই প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের অথবা এর সমমানের শিক্ষা অর্থাৎ ১২ বছরের শিক্ষাক্রম সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করতে হবে। অথবা তার বিগত পাঁচ বছরে এমন কোনো কাজে দুই বছরের কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে যাতে দুই বছরের প্রশিক্ষণ বা কাজের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। কোনো কোনো কাজের অভিজ্ঞতা যোগ্য বলে বিবেচিত হবে তা নির্ণয়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্র শ্রম অধিদপ্তরের অনলাইন ডেটাবেস ব্যবহার করা যাবে। লটারির আবেদন পত্রের সঙ্গে শিক্ষা অথবা কাজের অভিজ্ঞতার সনদপত্র জমা দিতে হবে না। তবে ভিসা সাক্ষাৎকার পর্বের সময় এগুলো অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ভিসা অফিসারের কাছে জমা দিতে হবে। জাল বা ভুল তথ্য আবেদনকারীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

* যুক্তরাষ্ট্র অথবা অন্য কোনো দেশে বসবাসরত অথবা যুক্তরাষ্ট্রে অথবা অন্য কোনো দেশ থেকেও একজন বাংলাদেশী আবেদন করতে পারবেন।

* স্বামী ও স্ত্রী যদি পৃথকভাবে শর্ত পূরণের যোগ্যতা রাখেন তাহলে আলাদাভাবে আবেদন পত্র পাঠাতে পারবেন। দু'জনের মধ্যে যদি একজন নির্বাচিত হন তাহলে অন্যজনও ভিসা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে।

* যেসব আবেদনকারী নির্বাচিত হবেন না, তারা কোনো প্রকার চিঠি পাবেন না। নির্বাচিত আবেদনকারীদের আবেদনের সময়সীমা শেষ হবার নয় মাসের মধ্যে আবেদন পত্রে উল্লেখিত ঠিকানায় 'নোটিফিকেশন লেটার' পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

* ডিভি-২০০৭ কর্মসূচির জন্য ৫০,০০০ ভিসা বরাদ্দ করা হলেও এর চেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যক্তিকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হবে। কেননা, এদের অনেকেই ভিসা লাভের যোগ্যতা অর্জন করেন না বা ভিসাপ্রাপ্তির জন্য তাদের কেসগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী নাও হতে পারে। নির্বাচিত আবেদনকারীকে তালিকায় তার অবস্থানও জানিয়ে দেওয়া হবে। ২০০৬ সালের অক্টোবরে তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে মার্কিন দূতাবাসে। নির্ধারিত সাক্ষাৎকার সংশ্লিষ্ট শুরুর চার থেকে ছয় সপ্তাহ আগে কেন্টাকি কনস্যুলার সেন্টার নির্বাচিত

আবেদনকারীদের কাছে সাক্ষাৎকারের চিঠি পাঠাবে।

আবেদনপত্র পূরণের নিয়মাবলী

ডিভি-২০০৭ লটারিতে আবেদনপত্র পাঠানোর একটি মাত্র পথ আছে। আবেদনকারীকে অবশ্যই ইলেক্ট্রনিক ডাইভারসিটি ভিসা (ইডিভি) আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। যা পাওয়া যাবে www.dvlottery.state.gov.এই ঠিকানায়।

আবেদনের যোগ্যতাসম্পন্ন দেশ :

আবেদনকারীর বর্তমান দেশ (জন্ম ভূমি যদি আলাদা হয়)। আবেদনকারী যদি তার জন্মভূমি থেকে পৃথক কোন দেশের অধিবাসী বলে নিজেকে দাবি করেন। তাহলে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। যদি কোনো আবেদনকারী তার স্বামী/স্ত্রী বা পিতা/ মাতার সূত্রে অন্য কোন দেশের নাগরিক হিসেবে নিজেকে দাবি করেন, তাও স্পষ্টভাবে আবেদনপত্রে উল্লেখ করতে হবে।

বিবাহ বিষয়ক তথ্য : বিবাহিত, অবিবাহিত, তালাকপ্রাপ্ত , বিধবা. বিপত্নিক, বৈধভাবে বিচ্ছেদ।

স্বামী/স্ত্রী সংক্রান্ত তথ্য : নাম, জন্ম তারিখ, লিঙ্গ, জন্মের শহর, জন্মভূমি, ছবি।

সন্তান সংক্রান্ত তথ্য : নাম, জন্মের তারিখ, লিঙ্গ, জন্মের শহর, জন্মভূমি ও ছবি। যে সব সন্তান অবিবাহিত এবং যাদের বয়স ২১ বছরের নিচে তাদের সংখ্যা। তবে যারা আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন বা আমেরিকার নাগরিক সেই সব সন্তান ব্যতীত।

দ্রষ্টব্য : আবেদনকারীর স্বামী/স্ত্রী, অবিবাহিত ও ২১ বছরের কম বয়সী সন্তান, আইনগতভাবে বৈধ দত্তক সন্তান, সৎ ছেলেমেয়ে যারা অবিবাহিত ও যাদের বয়স ২১ বছরের কম, যদি সন্তান বা স্বামী /স্ত্রী বর্তমানে এক সঙ্গে না থাকে অথবা তারা অভিবাসী হতে আগ্রহী নয় এক্ষেত্রে নামসহ সকল তথ্য আবেদনপত্রে উল্লেখ করতে হবে।

এই আবেদনপত্রে কেবল সেই সব সন্তানের ছবি দিতে হবে না যারা ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা সেখানকার বৈধ অধিবাসী। উল্লেখ্য, যে বিবাহিত সন্তান বা ২১ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সী সন্তান ডিভি ভিসা পাওয়ার যোগ্য নয়। তবে এ ধরনের ছেলে মেয়েদের নাম যদি সংযুক্ত করা না হয় তাহলে আবেদনপত্র বাতিল করা হবে।

ছবি সংক্রান্ত তথ্য

প্রয়োজনীয় ছবি সংযুক্ত করা না হলে আবেদন পত্র বাতিল হয়ে যাবে। আবেদনকারী, তার স্বামী/স্ত্রী, ২১ বছর বয়সের নিচে নিজের সব ছেলে মেয়ে, সৎ ছেলে মেয়ে এবং দত্তক নেওয়া ছেলে মেয়েসহ প্রত্যেক সন্তানের এমন কি তারা যদি আবেদনকারীর সঙ্গে এক সঙ্গে না থাকেন কিংবা ডিভি ভিসা গ্রহণের ইচ্ছে নাও থাকে, তাহলেও তাদের ছবি সংযুক্ত করতে হবে, তবে সন্তান যদি আমেরিকার বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা বা নাগরিক হয় তাহলে তাদের ছবি দিতে হবে না।

কোনো অবস্থাতেই গ্রুপ ছবি দেওয়া যাবে না। পরিবারের প্রত্যেক সদস্যেরই আলাদা আলাদা ছবি দিতে হবে।

সুতরাং, প্রত্যেক আবেদনকারী, তার স্বামী/স্ত্রী এবং প্রত্যেক সন্তানের একটি করে কম্পিউটার ফাইলের প্রয়োজন হবে। যেখানে তাদের প্রত্যেকের একটি ডিজিটাল ছবি থাকবে। যা ডিভি আবেদন পত্রের সঙ্গে অনলাইনে জমা দিতে হবে। এই ছবির ফাইলটি হতে পারে ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবি অথবা সাধারণ ছবি স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যান করে পাঠাতে হবে।

জমা দেয়া ডিজিটাল ছবি যদি নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ না করে, তা হলে এই নতুন সিস্টেমে তা স্বয়ংক্রিয় ভাবেই বাদ পড়বে এবং তা আবেদনকারীকে জানিয়ে দেয়া হবে।

বিবাহিত আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে

১. আবেদনপত্রে স্বামী/ স্ত্রীর নাম এবং ২১ বছরের কম বয়সী সন্তানদের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। সৎ ছেলেমেয়ে বা আইনগতভাবে দত্তক নেওয়া সন্তানদের নামও উল্লেখ করতে হবে। তবে সন্তানদের মধ্যে যারা স্থায়ীভাবে আমেরিকায় বসবাস করে বা আমেরিকার নাগরিক তাদের নাম বা ছবি দিতে হবে না।

২. স্বামী/স্ত্রী একসঙ্গে না থাকলেও তাদের নাম উল্লেখ করতে হবে। তবে আইন অনুসারে এ প্রদত্ত তালাকপ্রাপ্ত স্বামী/স্ত্রীর নাম উল্লেখ করতে হবে না।

৩. আগের স্ত্রী/ স্বামীর সন্তানদের নামও উল্লেখ করতে হবে।

৪. স্বামী/স্ত্রী বা কোনো সন্তান যদি ডিভি লটারিতে আমেরিকা যেতে আস্তহী নাও হয়। তাদের নামও উল্লেখ করতে হবে।

৫. লটারিতে সন্তানদের নামের বাইরে কোনো নাম পরবর্তীতে সংযুক্ত করা যাবে না।

৬. স্বামী/স্ত্রী আলাদাভাবে আবেদন করলেও সব নির্ভরশীল সন্তানদের নাম বিস্তারিতভাবে দিতে হবে।

কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য

১. আবেদনপত্রটি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা অন্য কোনো প্রোগ্রামে টাইপ করে জমা দেওয়া যাবে না। এটি সরাসরি অনলাইনে ফিলআপ করতে হবে।

২. প্রতিটি আবেদনপত্রের জন্য ডাউন লোড ও জমাদানের জন্য মোট ৬০ মিনিট সময় দেওয়া আছে। তাই আংশিক টাইপ করে এটি সেভ করা যাবে না। একবারেই (৬০ মিনিটের মধ্যে) এটি ফিলআপ করে সাবমিট করতে হবে।

৩. আবেদনপত্র ছবি বা অন্য কোনো কারণে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হলে আবেদনকারী আবারও ফরম ফিলআপ করে পাঠাতে পারবেন। কনফারমেশন লেটার না পাওয়া পর্যন্ত যতবার খুশি আবেদনপত্র পাঠানো যাবে।

৪. অনেক সময় ইন্টারনেট সংযোগের দুর্বলতার জন্য ডিভি কনফারমেশন লেটার ঠিকমত নাও আসতে পারে। সেজন্য কনফারমেশন লেটার না পাওয়া পর্যন্ত যতবার খুশি আবেদনপত্র পাঠানো যাবে।

বহুল আকাঙ্ক্ষিত আমেরিকার গ্রিন কার্ড

ডিজিটাল ছবির নিয়ম কানুন

ডিজিটাল ছবির ইমেজ গঠনগত ও কারিগরিগত নিয়মাবলী পূরণ করে দুভাবে পাঠানো যাবে ১. ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবি। ২. সাধারণ ক্যামেরায় তোলা ছবি স্ক্যান করেও পাঠানো যাবে।

গঠনগত নিয়মাবলী

জমা দেওয়া ডিজিটাল ইমেজ অবশ্যই নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুসারে জমা দিতে হবে। অন্যথায় আবেদনপত্র বাতিল হয়ে যাবে।

১. মাথার অবস্থান

* আবেদনকারী, স্বামী-স্ত্রী বা সন্তানকে ক্যামেরার দিক সরাসরি তাকিয়ে ছবি তুলতে হবে।

* ছবি তোলার সময় মাথা উপরের দিকে তুলে বা নিচে নামিয়ে অথবা ডানে বামে কাত করে রাখা চলবে না।

* মাথা ছবির ৫০ শতাংশ এলাকা জুড়ে থাকতে হবে।

২. পটভূমি

* সাদা বা হালকা রঙের পটভূমি ব্যবহার করে ছবি তুলতে হবে।

কালো অথবা খুব গাঢ় বা কোনো নকশা করা বা জাঁকালো পটভূমিতে তোলা ছবি গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩. ফোকাস

* ছবিতে ব্যক্তির মুখ ফোকাসের মধ্যে থাকতে হবে, না হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪. সাজসজ্জার উপকরণ

গাঢ় রঙের সানগ্লাস বা চেহারার মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এমন কিছু পরে ছবি তোলা যাবে না।

৫. মস্তকাবরণী এবং টুপি

ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে মাথা ঢাকা হ্যাট বা টুপি পরা ছবি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তা কোনোক্রমেই আবেদনকারীর মুখমন্ডল আড়াল করলে চলবে না। উপজাতীয় বা ধর্মীয় নয়, এমন কোনো মস্তকাবরণীসহ ছবি গ্রহণযোগ্য নয়।

কারিগরি নিয়মাবলী

ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবি নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুযায়ী হতে হবে নতুবা সিস্টেম অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবেদন বাতিল করবে এবং প্রেরককে জানিয়ে দেবে।

ইমেজ ফাইল ফরম্যাট : ডিজিটাল ছবিটি অবশ্যই 'জয়েন্ট ফটোগ্রাফিক এক্সপার্টস্ গ্রুপ (জেপিইজি) ফরম্যাটে হতে হবে।

ইমেজ ফাইল সাইজ : ছবির সর্বোচ্চ যে আকার গ্রহণ করা হবে তার মাপ হতে হবে ৬২ হাজার ৫০০ বাইট।

ইমেজ ফাইল রেজ্যুলেশন : ছবির রেজ্যুলেশন অবশ্যই প্রস্থে ৩২০ পিক্সেল এবং দৈর্ঘ্যে ২৪০ পিক্সেল হতে হবে।

ইমেজ কালার ডেপথ : ছবিটি অবশ্যই ২৪ বিট কালার, ৮ বিট কালার অথবা ৮ বিট গ্রেস্কেল হতে হবে। ২ বিট মনোক্রম ইমেজ গ্রহণযোগ্য হবে না।

ছবি স্ক্যান করা: ছবি স্ক্যান করার আগে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে।

প্রিন্ট সাইজ : ছবির মাপ হতে হবে অবশ্যই ২ ইঞ্চিx২ ইঞ্চি (৫০ মিমিx৫০ মিমি)

ছবির কালার : ছবিটি অবশ্যই রঙিন অথবা ধূসর (গ্রেস্কেল) হতে হবে।

ছবি স্ক্যান করার জন্য নিম্নলিখিত নিয়মগুলো পূরণ করতে হবে-

১. স্ক্যানার রেজ্যুলেশন : প্রতি ইঞ্চিতে ১৫০ ডট (জিপিআই) রেজ্যুলেশনে ছবিটি স্ক্যান করতে হবে।

২. ছবির ফাইল ফরম্যাট : ছবিটি অবশ্যই 'জয়েন্ট ফটোগ্রাফিকস্ এক্সপার্টস গ্রুপ (জেপিইজি) ফরম্যাটে হতে হবে।

৩. ইমেজ ফাইল সাইজ : ছবির সর্বোচ্চ যে আকার গ্রহণ করা হবে, তার মাপ হতে হবে ৬২ হাজার ৫০০ বাইট।

৪. ইমেজ রেজ্যুলেশন : রেজ্যুলেশন হতে হবে দৈর্ঘ্যে ৩০০ এবং প্রস্থে ৩০০ পিক্সেল।

৫. ইমেজ কালার ডেপথ : ২৪ বিট কালার অথবা ৮ বিট কালার অথবা ৮ বিট গ্রেস্কেল হতে হবে।

২ বিট কালার ডেপথ মনোক্রম ছবি গ্রহণযোগ্য হবে না।

জমা দেওয়া ডিজিটাল ছবি যদি ওপরের শর্তসমূহ অনুযায়ী না হয়, তাহলে আবেদনপত্র বাতিল হয়ে যাবে।

ডিভি সব বাংলাদেশী নাগরিকের জন্যই উন্মুক্ত। তবে তাদের যোগ্যতার শর্তসমূহ অবশ্যই পূরণ করতে হবে। আবেদনপত্র খুবই মনোযোগসহকারে পূরণ করতে হবে। সামান্য ভুল হলেও আবেদন পত্র বাতিল হতে পারে। নাম, জন্ম তারিখসহ সব তথ্য আগেই সংগ্রহ করে, ছবি কম্পিউটারে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারের সেভ করে নিয়ে ফরম পূরণ করতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয় নিজেই আবেদনপত্র ফিলআপ করলে। তবে কম্পিউটারে অভ্যস্ত না হলে, অন্য কারো সাহায্য নিন। তবে ব্যবসায়িক কোনো প্রতিষ্ঠানে না যাওয়াই ভালো। ডিভি কার্যক্রম সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পরিচালনা করা হয়। তাই এজন্য কোনো আর্থিক লেনদেন করবেন না। আর শেষ মুহূর্তের ভিড় এড়াতে এখনই আপনার ডিভি ফরমটি ফিলআপের কাজ শেষ করুন।